বাংলায় ইংরেজ শাসনের প্রভাব

ইউনিট ৯

১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশী যুদ্ধে নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয়ের পর থেকে ইংরেজরা শুধু এদশের রাজনৈতিক ক্ষমতাই দখল করেনি; শুরু করে চরম অর্থনৈতিক শোষণ। বক্সারের যুদ্ধে মীর কাশিমের পরাজয়ে, এ শোষণের পথ আরো প্রশস্ত হয়। ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ক্ষমতা লাভের আগেই ঘুষ, ভেট, ব্যক্তিগত পারিতোষক, ক্ষতিপূরণ ইত্যাদি আদায়ের নামে নবাব, নবাবের পরিবার এবং সভ্রান্ত মুসলিম পরিবার গুলোকে প্রায় নিঃস্ব করে ফেলে। একই সঙ্গে বাণিজ্যিক কোম্পানি হিসেবে নিজেদের বাণিজ্যের স্বার্থে ধ্বংস করার প্রক্রিয়া শুরু করে, এদেশের বস্ত্র শিল্প, কুঠির শিল্প, চিনি, লবণ শিল্প ইত্যাদিকে। ক্ষমতা লাভের পর দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা নামের এই অভিনব ব্যবস্থায় চরম দারিদ্রের শিকার হয় বাংলার কৃষকরা। এই ব্যবস্থার মর্মান্তিক প্রকাশ ঘটেছিল ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের মাধ্যমে। যে দুর্ভিক্ষে বাংলার একতৃতীয়াংশ মানুষের মৃত্যু ঘটে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ক্ষমতালাভের পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত চলে কান্ডজ্ঞানহীন শোষণ।

পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন আইন ও সংস্কারের মাধ্যমে যে পরিবর্তন আনার চেষ্টা করা হয়, তাও ছিল ইংরেজ শাসন শোষণের স্বার্থে। সত্যিকার অর্থে প্রায় দুইশ বছর ব্রিটিশ শাসন কালে যা কিছু উন্নতি হয়েছে সব কিছু ব্রিটিশ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক স্বার্থে হয়েছে।

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-৯.১ ঃ অর্থনৈতিক শোষণ ও দুর্ভিক্ষ
পাঠ-৯.২ ঃ বাংলায় ইংরেজদের সংস্কার ও আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রবর্তন

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ১ সপ্তাহ**

পাঠ-৯.১ অর্থনৈতিক শোষণ ও দুর্ভিক্ষ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অর্থনৈতিক শোষণ সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন;
- দ্বৈত শাসন সম্পর্কে মূল্যায়ন করতে পারবেন;
- দুর্ভিক্ষের বর্ণনা দিতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	বস্ত্রশিল্প, চরকা, তাঁত, লবণ শিল্প, কাঁচামাল, মুদ্রা অর্থনীতি, শিল্পবিপ্লব, মহাজন শ্রেণি, দ্বৈত শাসন, ছিয়াত্তরের মন্বন্তর, দেওয়ান

১.১. অর্থনৈতিক শোষণ

মধ্যযুগে বাংলায় যে সমৃদ্ধ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ছিল তা কোম্পানির শোষণ শাসনের কারণে ভেঙ্গে পড়ে। বাংলার অভিজাত পরিবার থেকে কৃষক পর্যন্ত নিঃস্ব হয়ে যায়। ধ্বংস হয়ে যায় বাংলার কুটির শিল্প, বাণিজ্যিক ব্যবস্থা, নতুন শিল্প গড়ে ওঠার প্রবণতা।

সতেরো এবং আঠারো শতকে যখন ইংরেজ কোম্পানি ধীরে ধীরে এ অঞ্চল গ্রাস করার পাঁয়তারা করছে তখনও বাংলা ছিল বস্ত্র শিল্প সমৃদ্ধ এবং বিভিন্ন পণ্য রপ্তানিযোগ্য অঞ্চল। ব্রিটিশ ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের প্রধান ব্যবসায়ই ছিল এদেশ থেকে নামমাত্র মূল্যে বিভিন্ন দ্রব্য ক্রয় করে প্রচুর লাভের বিনিময়ে এ সমস্ত পণ্য ব্রিটেন অথবা ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বিক্রি করা। ঐ সময় বিশেষ করে বাংলা বিহারের চরকা এবং হাতে চালিত তাঁতে প্রস্তুত কাপড়ের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার মতো বস্ত্রশিল্প ইংল্যান্ড কেন, সমগ্র ইউরোপে কোথাও প্রস্তুত হতো না। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃক প্রেরিত এই সমস্ত বস্ত্র ব্রিটেন ও ইউরোপের বাজার প্লাবিত করে ফেলে। অপর দিকে ইউরোপে প্রস্তুত নিম্নমানের বস্ত্র বাংলার উন্নতমানের বস্ত্রের কাছে মার খেতে থাকে এই অবস্থায় ব্রিটিশ বস্ত্র শিল্পের মালিকরা বাংলা তথা ভারতীয় বস্ত্র আমদানির বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তোলে। ফলে ধীরে ধীরে ব্রিটেনের বাজারে এ অঞ্চলে প্রস্তুত বস্ত্র প্রবেশ বন্ধ হয়ে যায়। তাছাড়া বাংলা তথা ভারতবর্ষ থেকে লুণ্ঠিত ধন-সম্পদ ব্রিটেনের কলকারখানায় বিনিয়োগের ফলে ব্রিটেনে শুরু হয় অভূতপূর্ব বিপ্লব ইতিহাসে যা শিল্পবিপ্লব নামে খ্যাত। শিল্পবিপ্লবের ফলে প্রচুর পরিমানে উৎপন্ন পণ্য বিক্রির জন্য প্রয়োজন ছিল বিশাল এবং নিশ্চিত এক বাজারের। আর সে বাজার এমন হবে যা হারাবার শংকা কম। অধিকৃত বাংলা তথা ভারতবর্ষ পরিণত হলো ব্রিটিশ পণ্যের সেই বিশাল নিশ্চিত বাজারে। ব্রিটিশ পুঁজির স্বার্থে বলি হতে হলো বাংলার বস্ত্রশিল্পকে, বন্ধ হয়ে গেল এর উজ্জ্বলতম সম্ভাবনার দ্বার।

অপরদিকে বাংলার বস্ত্রশিল্প থেকে লবণ শিল্প পর্যন্ত ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর বাংলার জনগণের কৃষি ছাড়া আর কোনো জীবিকার উপর নির্ভর করার উপায় ছিল না। অথচ আকস্মিক ভাবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ব্যবস্থার ফলে বাংলার কৃষক শ্রেণি একদিকে সর্বগ্রাসী জমিদার শ্রেণি এবং অপরদিকে ব্রিটিশ পণ্যের নির্মম শোষণের অসহায় শিকারে পরিণত হয়। ভারতে ব্রিটিশ প্রশাসনের মূল এবং একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল শোষণ; এই শোষণ নির্বিঘ্ন করার জন্য ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থায় এই পরিবর্তন আনা হয়। আর এই পরিবর্তনের উদ্দেশ্য ছিল একটাই– বিশেষ অর্থনৈতিক শোষণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা। যার ফলে এটা প্রায় নিয়ম হয়ে যায় যে ভারতীয় কৃষক কেবল ব্রিটিশ শিল্প কারখানাগুলোর জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল সরবরাহ করবে আর তাদের কারখানায় উৎপাদিত দ্রব্যসমূহ ক্রয় করবে। তাছাড়া মুদ্রা অর্থনীতি চালু এবং শিল্প ধ্বংস হওয়ার ফলে হাজার বছরের প্রাচীন গ্রাম সমাজ ধ্বংস হয়ে যায়। ব্রিটিশ ভারতে কৃষকদের তিন ধরনের শোষকের মুখোমুখি হতে হয়। যেমন: প্রথম ব্রিটিশ শাসক শ্রেণি, যারা আদায় করত ভূমি রাজস্ব। দ্বিতীয় জমিদার শ্রেণি; যারা আদায় করত খাজনা এবং তৃতীয় শোষক মহাজন শ্রেণি, যাদের দিতে হতো ঋণের সুদ হিসেবে কৃষকের অবশিষ্ট ফসলের সবটাই। এভাবে ইংরেজ শাসকদের অর্থনৈতিক শোষণে শিকার হয়ে অভিজাত, কুটিরশিল্প-শ্রমিক, কৃষক নিঃস্ব হয়ে যায়। বাংলা তথা ভারতীয় জনগণ পরিণত হয় বিরাট এক দরিদ্র জনগোষ্ঠিতে।

১.২ কোম্পানির দেওয়ানি লাভ

১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে দেওয়ানি লাভের পর প্রকৃতপক্ষে ইংরেজরাই বাংলার সত্যিকার শাসকরূপে আত্মপ্রকাশ করে। এ সময়ে ইংরেজ কোম্পানি মুঘল সম্রাটের কাছ থেকে বাংলার রাজস্ব আদায়ের সম্পূর্ণ দায়িত্ব লাভে সক্ষম হয়। মূলত বক্সারের যুদ্ধে বাংলার নবাব, অযোধ্যার নবাব এবং দিল্লীর সম্রাটের পরাজয় ইংরেজ শক্তিকে এই ক্ষমতা লাভের সুযোগ করে দেয়। মুঘল শাসন আমলে বাংলার দেওয়ানের পদ এবং সুবেদারের পদ ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির ওপর ন্যস্ত ছিল। মুর্শিদ কুলি খান এই নিয়ম ভেঙ্গে দুটি পদ একাই দখল করে নেন। তার সময় কেন্দ্রে নিয়মিত রাজস্ব পাঠানো হলেও পরবর্তিকালে অনেকেই তা বন্ধ করে দেন। আলীবর্দী খানের সময় থেকে একবারেই তা বন্ধ হয়ে যায়। এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সম্রাট কোম্পানিকে বাৎসরিক উপঢৌকনের বদলে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার দেওয়ানি গ্রহণের অনুরোধ করেন। তখন কোম্পানি বিষয়টি অগ্রাহ্য করে। কিন্তু বক্সারের যুধের পর ক্লাইভ দ্বিতীয়বার (১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দ) ভারতবর্ষে এলে পরিস্থিতি পাল্টে যায়।

ক্লাইভ দেশ থেকে ফিরে প্রথমেই পরাজিত অযোধ্যার নবাব এবং দিল্লীর সম্রাটের দিকে নজর দেন। তিনি অযোধ্যার পরাজিত নবাবের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করেন। তার বিনিময়ে আদায় করে নেন কারা ও এলাহাবাদ জেলা দুটি। যুদ্ধের

ক্ষতিপূরণ বাবদ আদায় করেন পঞ্চাশ লক্ষ টাকা। অপরদিকে দেওয়ানি শর্ত সম্পর্কিত দুটি চুক্তি করেন। একটি দিল্লির সম্রাট শাহ আলমের সঙ্গে, এতে কোম্পানিকে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার দেওয়ানি দান করা হয়। এর বিনিময়ে ছাব্বিশ লক্ষ টাকা নবাব প্রতিবছর সম্রাটকে পাঠাবেন। এই টাকা নিয়মিত পাঠাবার জামিনদার হবে কোম্পানি। ইতিহাসে এটি এলাহাবাদ চুক্তি নামে পরিচিত। অপর চুক্তিটি হয় মীর জাফরের নাবালক পুত্র নবাব নাজিম-উদ-দ্দৌলার সঙ্গে। বাৎসরিক তেপ্পান্ন লক্ষ টাকার বিনিময়ে নবাব কোম্পানির দেওয়ানি লাভের সকল শর্ত মেনে নেন। এই দুটি চুক্তির ফলে যে দেওয়ানি লাভ করা হয় তাতে এ অঞ্চলে কোম্পানির ক্ষমতা একচেটিয়া বৃদ্ধি পায়। ফলে সমস্ত ক্ষমতা চলে যায় কোম্পানির হাতে। অপরদিকে দেওয়ানি লাভের ফলে কোম্পানির যে আয় হবে তা দিয়ে কোম্পানির সমস্ত খরচ কুলিয়ে ব্যবসায়ের সমস্ত পুঁজি সংগ্রহ করা সম্ভব হয়। সুতরাং দেওয়ানির গুরুত্ব সম্পর্কে বলতে গেলে বলতে হয় যে–

- দেওয়ানি লাভ কোম্পানির শুধু রাজনৈতিক নয় অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও বিশাল বিজয়।
- সম্রাট ও নবাব উভয়েই ক্ষমতাহীন শাসকে পরিণত হন। প্রকৃতপক্ষে তারা হয়ে যান কোম্পানির পেনশনভোগী কর্মচারী।
- দেওয়ানি লাভের ফলে এবং নবাব কর্তৃক প্রদত্ত শর্ত অনুযায়ী শুল্কহীন বাণিজ্যের কারণে কোম্পানির কর্মচারীরা বেপরোয়া হয়ে ওঠে। তাদের অর্থ লোভ দিনদিন বেড়ে যেতে থাকে। ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকে দেশীয় বণিক শ্রেণি, সাধারণ মানুষ। তাদের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড সম্পূর্ণভাবে ভেঙ্গে পড়ে।
- দেওয়ানি লাভের ফলে বাংলা থেকে প্রচুর অর্থ সম্পদ ইংল্যান্ডে পাচার হতে থাকে। এর পরিমাণ এতটাই ছিল যে এই অর্থের বলে ইংল্যান্ডের শিল্প বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছিল।

দ্বৈত শাসন ও দুর্ভিক্ষ

রবার্ট ক্লাইভ দেওয়ানি সনদের নামে বাংলার সম্পদ লুণ্ঠনের একচেটিয়া ক্ষমতা লাভ করে। দিল্লি কর্তৃক বিদেশি বণিক কোম্পানিকে এই অভাবিত ক্ষমতা প্রদানে সৃষ্টি হয় দ্বৈত শাসনের। অর্থাৎ যাতে করে কোম্পানি লাভ করে দায়িত্বহীন ক্ষমতা, নবাব পরিণত হন ক্ষমতাহীন শাসকে। অথচ নবাবের দায়িত্ব থেকে যায় ষোলআনা। ফলে বাংলায় এক অভূতপূর্ব প্রশাসনিক জটিলতার সৃষ্টি হয়। যার চরম মাসুল দিতে হয় এদেশের সাধারণ জনগোষ্ঠিকে। ১৭৭০ খ্রিস্টাব্দে (১১৭৬ বঙ্গাব্দ) গ্রীষ্মকালে দেখা দেয় ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ।

যা ছিয়াত্তরের মন্বন্তর নামে পরিচিত। কোম্পানির মুর্শিদাবাদের প্রতিনিধি রিচার্ড বেচারের ভাষায় 'দেশের কয়েকটি অংশে যে জীবিত মানুষ মৃত মানুষকে ভক্ষণ করিতেছে তাহা গুজব নয়, অতিসত্য।' এই দুর্ভিক্ষে বাংলার জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশ মৃত্যু বরণ করে। অথচ ইংরেজ সরকার বাংলার জনগণকে এই বিপর্যয় থেকে রক্ষার জন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। বরং ১৭৬৫-৭০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাৎসরিক রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ যা ছিল, দুর্ভিক্ষের বছরও রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ প্রায় তার কাছাকাছি ছিল। ফলে চরম শোষণ নির্যাতনে বাংলার মানুষ হত দরিদ্র ও অসহায় হয়ে পড়ে। দ্বৈত শাসন ব্যবস্থায় নবাবের হাতে প্রয়োজনীয় অর্থ না থাকায় প্রশাসন পরিচালনায় তিনি সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হন। সারাদেশে শুরু হয় সীমাহীন বিশৃঙ্খলা। এই পরিস্থিতিতে ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে ওয়ারেন হেস্টিংস দ্বৈত শাসন ব্যবস্থার অবসান ঘটান।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	ইংরেজ শাসনের সূচনায় দেওয়ানি লাভ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বিষয়টির উপর একটি দলীয় বিতর্কের আয়োজন করুন।

সারসংক্ষেপ

১৭৬৪ খ্রিস্টাব্দে বক্সারের যুদ্ধে উপমহাদেশের তিন শক্তি দিল্লীর সম্রাট শাহ আলম, অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা, বাংলার নবাব মীর কাশিমের পরাজয় ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ক্ষমতা দখল এবং অর্থনৈতিক শোষণের পথ খুলে দেয়। কোম্পানির ক্ষমতা লাভের আগেই এ অঞ্চলের ব্যবসায় বাণিজ্য শিল্পের ক্ষতি করে নিজেদের বাণিজ্যিক কার্যক্রম চালিয়ে যেতে থাকে। দেশীয় শাসকদের দুর্বলতার সুযোগে কোম্পানির ক্ষমতা দখল, দেওয়ানি লাভ এ অঞ্চলের জনগণের জন্য

চরম দুর্ভাগ্যের বার্তা বয়ে নিয়ে আসে। এর ফলে যে দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা চালু করা হয় তার ফল ভোগ করতে হয় জনগণকে। ক্ষমতার অপব্যবহার করে বিদেশি কোম্পানির চরম অর্থনৈতিক শোষণে নিঃস্ব হয়ে যায় বাংলার বৃহত্তর জনগোষ্ঠি যারা কৃষি কার্যের সঙ্গে যুক্ত। ফলে ভেঙ্গে পড়ে কৃষি ব্যবস্থা, দেখা দেয় সারা বাংলা ব্যাপী ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ। ইতিহাসে এই দুর্ভিক্ষ ছিয়াত্তরের মন্বান্তর নামে পরিচিত। যাতে মৃত্যুবরণ করে বাংলার একতৃতীয়াংশ মানুষ। কোম্পানির শোষণে, কোম্পানির স্বার্থে ধ্বংস করা হয় বাংলার বস্ত্রসহ অন্যান্য শিল্প। এবার কৃষি ব্যবস্থা ধ্বংস হওয়ার ফলে বাংলার অর্থনীতি পরিপূর্ণভাবে ভেঙ্গে পড়ে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। দ্বৈত শাসন নীতির প্রবর্তক কে? (জ্ঞানমূলক)

ক) বেন্টিঙ্ক খ) হেস্টিংস
গ) ক্লাইভ ঘ) কর্ণওয়ালিস

২। ১৭৭০ সালের দুর্ভিক্ষে বাংলায় কত লোকের মৃত্যু ঘটে?

ক) এক-তৃতিয়াংশ খ) এক-চতুর্থাংশ
গ) এক-পঞ্চমাংশ ঘ) দুই-তৃতিয়াংশ

অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

আজও চিত্রশিল্পী জয়নুল আবেদীনের আঁকা দুর্ভিক্ষের চিত্র ১৯৪৩ সকলের নিকট হৃদয়স্পর্শী হয়ে আছে। তার দুর্ভিক্ষের চিত্রগুলোতে অনাহারী মানুষের দুঃখ কষ্ট আর মৃত্যুর দৃশ্য সে সময়ে ভয়াবহতার এক জলন্ত দৃশ্যপট।

৩। উদ্দীপকের অনুরূপ যে দুর্ভিক্ষ কোম্পানির দ্বৈত শাসনামলে সংগটিত হয়, তা কী নামে পরিচিত?

ক) ছেচল্লিশের দুর্ভিক্ষ খ) ছিয়াত্তরের মন্বন্তর
গ) নব্বইয়ের দুর্ভিক্ষ ঘ) তেতাল্লিশের মন্বন্তর

৪। উক্ত দুর্ভিক্ষের পর ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে দ্বৈত শাসন ব্যবস্থার অবসান ঘটান কে?

ক) লর্ড ক্লাইভ খ) ওয়ারেন হেস্টিংস
গ) লর্ড বেন্টিংক ঘ) কর্নওয়ালিস

সৃজনশীল প্রশ্ন

আন্তন ও আকরামের পিতার অবর্তমানে নিজস্ব ব্যবসা প্রতিষ্ঠান মুন ফিশারিজের মালিকানা নিয়ে বিবাদ সৃষ্টি হয়। একপর্যায়ে বড়ভাই আন্তন নিজে ফিশারিজের পরিচালনার দায়িত্ব নেয় এবং ছোট ভাই আকরামকে সংসারের দেখাশোনার দায়িত্ব অর্পণ করে। কিন্তু ফিসারিজের আয় থেকে প্রয়োজনীয় অর্থ প্রদান না করায় সংসারে দেখা দেয় বিশৃঙ্খলা।

ক) চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে জমির মালিক হন কে?

খ) উদ্দীপকের দায়িত্ব গ্রহণ ও অর্পণের সাথে আপনার পাঠ্য বইয়ের কোন ঘটনা সামঞ্জস্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা করুন।

গ) আপনি কি মনে করেন উক্ত ঘটনার মত ক্ষমতা ভাগাভাগির ঘটনা বাংলার অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিয়েছিল? উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দিন।

পাঠ-৯.২ বাংলায় ইংরেজিদের সংস্কার ও আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রবর্তন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- বাংলায় ইংরেজদের সংস্কারসমূহ সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রবর্তন বিষয়ে বিবরন দিতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	রাজস্ব বোর্ড, রাজস্ব সংস্কার, কালেক্টর, দেওয়ানি, কাযি, মুফতি, জুড়ি ব্যবস্থা, কমিশনার, চার্লস-উড, ছোট লাট, সিভিল সার্ভিস, সতীদাহ প্রথা

২.১ বাংলায় ইংরেজদের সংস্কারঃ প্রায় দুশ বছর বাংলায় ইংরেজ শাসন আমলে যেমন তীব্র অর্থনৈতিক শোষণ রাজনৈতিক নিপীড়ণ চলেছে, তেমন বিভিন্ন সংস্কারের মাধ্যমে বাংলা তথা ভারতবর্ষকে একটি আধুনিক সমাজে পরিণত করার ভিত রচনা করা হয়েছে। তবে সবই করা হয়েছে ইংরেজ শাসকদের প্রয়োজন আর স্বার্থের কথা বিবেচনা করে।

অর্থনৈতিক সংস্কার

কোম্পানি দেওয়ানি লাভের পর দ্বৈত শাসন ব্যবস্থার নামে যে ভাবে রাজস্ব আদায় শুরু করে তার পরিণতি হয়েছিল ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ (১৭৭৬ খ্রিঃ) ফলে নিঃস্ব কৃষকের কাছ থেকে রাজস্ব আদায় সম্ভব ছিল না। কোম্পানির স্বার্থে ওয়ারেন হেস্টিংস ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা বাতিল করে রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব কোম্পানির ওপর ন্যস্ত করে। কোম্পানির অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য নবাবের বাৎসরিক ভাতা ৩২ লক্ষ টাকা থেকে ১৬ লক্ষ করা হয়। সিতাব রায় ও রেজা খানকে পদচ্যুত করা হয় এবং রাজস্ব বোর্ড গঠন করে রাজস্ব সংস্কার করা হয়। তাছাড়া কালেক্টরের মাধ্যমে রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা গৃহীত হয় এবং দেওয়ানি মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতায় স্থানান্তরিত করা হয়। পাঁচসালা বন্দোবস্তের মাধ্যমে জমিদারদের জমি ইজারা দেওয়া হয়েছিল। এই ব্যবস্থা ব্যর্থ হলে ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে কর্নওয়ালিস চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে জমিদারদের ভূমির মালিক হিসেবে মেনে নেন। এবং তাদের বাৎসরিক নির্দিষ্ট পরিমাণ খাজনা প্রদানের নিয়ম চালু করেন। এই ব্যবস্থার দোষগুণ থাকা সত্ত্বেও এর প্রভাব ছিল বাংলার আর্থসামাজিক কাঠামোয় সুদূর প্রসারী। কর্নওয়ালিস কোম্পানির স্বার্থে দুর্নীতি এবং অযোগ্য কর্মচারীদের পরিবর্তে দেশী বণিকদের কাছ থেকে সরাসরি পণ্যদ্রব্য ক্রয়ের প্রথা চালু করেন।

বিচার ব্যবস্থা

কর্নওয়ালিসের সময় বিচার ব্যবস্থার সংস্কার করা হয়, একে ফৌজদারি ও দেওয়ানি এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়। ১৭৯০ খ্রিস্টাব্দে বিচার ব্যবস্থার সংস্কারের ফলে সদর নিজামত আদালত মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতায় নিয়ে আসা হয়। বাংলা বিহার এ উড়িষ্যাকে মোট ১২টি বিভাগে বিভক্ত করে প্রতিটি বিভাগে একটি ভ্রাম্যমান কোর্ট স্থাপন করা হয়। এই আদালতের প্রত্যেকটিতে দুজন ইংরেজ বিচারক এবং আইন ব্যাখ্যার জন্য কাযি ও মুফতি নিযুক্ত করা হয়। লর্ড বেটিঙ্ক সর্ব প্রথম বিচার কার্য ও রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব দেশীয়দের ওপর ন্যস্ত করেন। তিনি ১৮৩২ খ্রিস্টাব্দে বাংলায় সর্বপ্রথম জুড়ি ব্যবস্থার প্রবর্তণ করেন এবং ভারতীয়দের জুরির সদস্য নিযুক্ত করা হয়। একই সঙ্গে আঞ্চলিক ভাষায় বিচারকার্য সমাধার নির্দেশ দেন।

প্রশাসনিক সংস্কার

কর্নওয়ালিসের সময় থেকেই প্রশাসনিক ব্যবস্থা সুগঠিত ও সুসংহত করার চেষ্টা চলে। কোম্পানির দুর্নীতিপরায়ন কর্মচারীদের ওপর নিয়ন্ত্রণ ও তাদের যোগ্যতা বৃদ্ধির জন্য তিনি ভারতীয় সিভিল সার্ভিস কোড বা বিধি প্রণয়ন করেন। কর্নওয়ালিশ কোডে সরকারী কর্মচারীদের প্রশাসনিক নিয়ম নীতি লিপিবদ্ধ করা হয়। তবে কর্নওয়ালিস ভারতীয়দের প্রতি সদয় ছিলেন না। তাই তিনি কোনো ভারতীয়কে সরকারের উচ্চ পদে নিয়োগ দেননি। কর্নওয়ালিস পুলিশ বাহিনীকেও প্রশাসনের শৃঙ্খলা শান্তি রক্ষার স্বার্থে সুগঠিত করেন। তিনি জেলা প্রশাসকের ওপর পুলিশি ব্যবস্থার দায়িত্ব অর্পণ করেন।

জেলার শান্তি-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য জেলা ম্যাজিস্ট্রেট দায়ী থাকতেন। কোলকাতার শান্তি শৃঙ্খলার জন্য একজন সুপারিনটেনডেন্ট নিযুক্ত করা হয়। পুলিশ প্রশাসনের এই ব্যবস্থার ফলে জমিদারদের ক্ষমতা হ্রাস পায়।

লর্ড বেন্টিঙ্ক বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে বেসরকারি প্রশাসন ও বিচার বিভাগের আমূল পরিবর্তন আনেন। তিনি বাংলা প্রেসিডেন্সিকে ১০টি বিভাগে বিভক্ত করে প্রতিটি বিভাগে একজন কমিশনার নিযুক্ত করেন। পরবর্তিকালে লর্ড ডালহৌসি ব্রিটিশ শাসনকে সুদৃঢ় করার জন্য বাংলায় একজন ছোট লাট নিয়োগের ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। কেন্দ্রীয় শাসন পরিষদ স্থাপন, শাসন ব্যবস্থার সুবিন্যাসের জন্য জেলার সৃষ্টি এবং জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা বৃদ্ধি করেন। তাছাড়া সে সময়ে বেসরকারি কর্মচারীদের জন্য বিভাগীয় পরীক্ষা ব্যবস্থা চালু করা হয়। তার সময়ই সর্ব প্রথম ভারতীয়দের জন্য প্রশাসনিক কার্যে নিয়োগের উদ্দেশ্যে সিভিল সার্ভিস নামক প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা চালু করা হয়।

শিক্ষা সংস্কার

বাংলা তথা উপমহাদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা চালুর কৃতিত্ব লর্ড বেন্টিঙ্কের। ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দের চার্টার অনুযায়ী কোম্পানি শিক্ষার জন্য বছরে এক লক্ষ টাকা বরাদ্দ করে। প্রথমে শুধু সংস্কৃত ও ফারসি ভাষায় শিক্ষা দান করা হতো। ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজি ভাষায় শিক্ষা দানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। রাজা রামমোহন রায় ইংরেজি ভাষায় শিক্ষা চালুর সমর্থক ছিলেন। খুব অল্প সময়ের মধ্যে সরকারি প্রচেষ্টায় বিভিন্ন অঞ্চলে ইংরেজি বিদ্যালয়, চিকিৎসা বিদ্যালয় ও আইন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। প্রতিষ্ঠিত হয় কোলকাতা মেডিকেল কলেজ, হুগলী কলেজ, ঢাকা কলেজ, কৃষ্ণনগর কলেজ, বহরমপুর কলেজ। ইংরেজি ভাষা প্রচলনের ফলে ইউরোপীয় সভ্যতার সঙ্গে বাংলার শিক্ষিত সমাজের পরিচয় ঘটে। এর ফলে সামাজিক ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন দেখা দেয়। অপরদিকে প্রচলিত ভাষায় শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব দিয়ে আরবি, ফারসি, সংস্কৃত ভাষায় শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান ব্যবস্থাও চালু করা হয়।

১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে চার্লস উডের শিক্ষা বিষয়ক নির্দেশ নামা (Education Despatch) প্রণয়ন করা হয়। যার ফসল হিসেবে ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। যাকে কেন্দ্র করে বাংলায় একটি উচ্চ শিক্ষিত দৃঢ়চেতা স্বাধীনতাকামী মধ্যবিত্ত শ্রেণি গড়ে উঠতে থাকে।

সামাজিক সংস্কার

সংস্কারপন্থী বাঙালি নেতা ও শিক্ষিত শ্রেণির উদারবাদীদের সহযোগিতায় ইংরেজ শাসকরা সামাজিক ধর্মীয় অনেক অমানবিক প্রথা কুসংস্কার দূর করতে সক্ষম হন। লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক রাজা রামমোহন রায় প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের মতো উদারপন্থী হিন্দু নেতৃবর্গ এবং সদর নিজামত আদালতের জজদের অকুণ্ঠ সমর্থনে ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দে ডিসেম্বরে সতীদাহ প্রথা রহিত করতে সক্ষম হন। স্বামীর মৃত্যুর পর কোনো বিধবাকে স্বামীর সঙ্গে মরতে বাধ্য করলে তা আইনত দণ্ডনীয় বলে আইন জারি করা হয়। লর্ড এলেনবরা-এর সময়ে (১৮৪৩ খ্রিঃ) দাস প্রথা উচ্ছেদ করা হয়। পরবর্তী সময়ে দেবতার নামে শিশু হত্যা নিষিদ্ধ করা হয়। লর্ড ডালহৌসি পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সহায়তায় হিন্দু বিধবা বিবাহ আইন পাস করে বিধবা বিবাহের প্রচলন করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

যোগাযোগ ব্যবস্থার সংস্কার

কোম্পানি শাসনের শেষ দিকে বাংলা তথা ভারতের ইতিহাসে 'উন্নয়নের যুগ' হিসেবে পরিচিত। এ সময় রেলসড়ক নির্মাণ, টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়। ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন হয়। তাছাড়া রাস্তাঘাট নির্মাণ ও মেরামত করার জন্য প্রত্যেক প্রেসিডেন্সিতে একটি পূর্ত বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা হয়। বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির যুগে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির ফলে ব্রিটিশ পণ্য দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। অবাধ বাণিজ্য নীতি অনুসরণের কারণে বন্দর উন্মুক্ত হয়, ব্যবসায় বাণিজ্য সম্প্রসারিত হয় এবং অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা আসে। এসব সংস্কার এ অঞ্চলের বিদেশী ইংরেজ শাসকদের অর্থনৈতিক অবস্থা সমৃদ্ধ করেছিল এবং তাদের রাজত্বকে করেছিল দীর্ঘায়িত।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি**) /শিক্ষার্থীর কাজ**	বাংলায় ইংরেজদের সংস্কারের একটি তালিকা প্রস্তুত করুন। সামাজিক সংস্কারে সহযোগিতাকারী দুজন বাঙালির নাম লিখুন।

সারসংক্ষেপ

কোম্পানি শাসন আমলে বাংলায় তথা ভারতবর্ষে বিভিন্ন সংস্কারগুলো করা হয়েছিল মূলত কোম্পানির স্বার্থে। এদেশে তাদের শাসন শোষণ দৃঢ় করার লক্ষ্যে। সামাজিক সংস্কারগুলো বেশিরভাগ হয়েছিল উদার পন্থী বাঙালি নেতাদের আন্তরিক প্রচেষ্টার কারণে। যেমন সতীদাহ প্রথা রদ বিধবা বিবাহ প্রচলন ইত্যাদি। তাছাড়া ইংরেজি শিক্ষার একনিষ্ঠ সমর্থক ছিলেন রাজা রামহোমন রায়। ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার কারণেই বাংলায় একটি আধুনিক শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি গড়ে উঠেছিল। যারা ইউরোপীয় ভাবধারায় প্রভাবিত হয়ে পরবর্তিকালে দেশবাসীর অধিকার আদায়ের আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। চার্লস উডের নির্দেশনা প্রণয়ন করা হয় কবে?
- ক) ১৮৩৫ খ) ১৮৫৪
- গ) ১৮৫৭ ঘ) ১৮৪৭

২। সতীদাহ প্রথায় সহমরণ কী? (অনুধাবন)
- ক) স্বামীর চিতায় স্ত্রীকে দাহ করা খ) স্ত্রীর চিতায় স্বামীকে দাহ করা
- গ) পিতার মৃত্যুতে কন্যাকে চিতায় দাহ করা ঘ) প্রবাসে স্বামীর মৃত্যু সংবাদে স্ত্রীকে চিতায় দাহ করা

৩। বিধবা বিবাহ আইন পাস করেন কে?
- ক) লর্ড বেন্টিংক খ) লর্ড ডালহৌসি
- গ) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ঘ) রাজা রামমোহন রায়

৪। কী কারণে কোম্পানির কর্মচারীরা দুর্নীতিপরায়ন হয়ে ওঠে?
- ক) বিচার ব্যবস্থায় দুর্নীতির জন্য খ) শাসনতান্ত্রিক দুর্বলতার জন্য
- গ) আইনের সঠিক প্রয়োগ না থাকায় ঘ) অসাধু উপায়ে অর্থোপার্জনের সুযোগ পেয়ে

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.১ ঃ ১. গ ২. ক ৩. খ ৪. খ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.২ ঃ ১. ক ২. ক ৩. খ ৪. খ